প্রথম আলো বাংলাদেশ

চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর

নতুন মাত্রায় দুই দেশের বন্ধুত্ব

রাহীদ এজাজ | আপডেট: ০২:১৪, অক্টোবর ১৫, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ‘সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে’ নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ ও চীন। গতকাল শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠকে এ বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় ২০১৭ সালকে বন্ধুতার বছর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনে গতকাল বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেন। তাঁদের বৈঠকের পর দুই দেশ ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এ ছাড়া চীনের অর্থায়নে ছয়টি প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করা হয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চালুর লক্ষ্যে দুই দেশ যৌথ সমীক্ষা চালাতে সম্মত হয়েছে। বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিতে দুই দেশ ২০১৭ সালকে 'বিনিময় ও বন্ধুতার' বছর হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে চীনের প্রেসিডেন্টের এই সফরে বাংলাদেশকে দেওয়া আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কত, তা জানানো হয়নি।

আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর গণমাধ্যমের সামনে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দুই দেশ সহযোগিতার নিবিড় সমন্বিত অংশীদারত্বকে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে নিতে রাজি হয়েছে। কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে আমরা কাজ করতে সম্মত হয়েছি।'

কৌশলগত অংশীদারত্ব বলতে কী বোঝানো হয়েছে, জানতে চাইলে পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হক বলেন, আর্থসামাজিক, বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও নিবিড় ও গভীর হবে। এই অংশীদারত্বে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যুক্ত হবে কি না, জানতে চাইলে শহীদুল হক বলেন, 'আপাতত আমরা এ বিষয়ে কথা বলছি না। দুই দেশের জনগণের উন্নয়নে যা প্রয়োজন, তা নিয়েই আমরা কথা বলছি।'

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে চূড়ান্তভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।'

একচীন নীতির প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অবকাঠামো, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং কৃষি খাতে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁরা রাজি হয়েছেন। চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগুলো বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সামুদ্রিক অর্থনীতি, বিসিআইএম-ইসি, সড়ক ও সেতু, রেল, জ্বালানি, সামুদ্রিক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি,

শিল্পোৎপাদন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত।

বৈঠক শেষে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক এখন নতুন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের পথে এবং তা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের জন্য আরও ফলপ্রসূ হবে এবং এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক সুরে সি চিন পিংও বলেন, চীন সহযোগিতার নিবিড় সমন্বিত অংশীদারত্বকে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বে নিতে আগ্রহী। একে অন্যের প্রতি আস্থা ও সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে কাজ করতে রাজি আছে চীন।

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, সম্পর্ককে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিতে দুই দেশ উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ ও কৌশলগত যোগাযোগের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। সি চিন পিং বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে এক অঞ্চল, এক পথ বাস্তবায়নে রাজি হয়েছি।’

（後略）